যুগান্তর

07 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৭৮ কলাম ৭

# এসএসসির ফরম পূরণ : বরিশালে চাঁদাবাজিতে মেতেছে বিদ্যালয়গুলো

রাহাত খান, *বরিশাল ব্যুরো* :

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজি শুরু করেছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো। কেউ কোন অভিযোগ করেনি অজুহাতে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালন করছে। অভিভাবকরা বলছেন, পরীক্ষার অনেক কিছু থাকে শিক্ষকদের হাতে। আর তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেউ কিছু করছে না।

গত ৫ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষা বোর্ডের অধী
বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএস
পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ শুরু হয়। গত বছ
শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফি ছিল মাথাপিছু ৬
থেকে ৭শ' টাকা। এবছর এই ফি বাড়িয়ে ৮৪
থেকে ৯শ' টাকা করা হয়েছে। বোর্ড নির্ধারি
সর্বোচ্চ ফি ৯শ' টাকা হলেও বিদ্যালয়গুলো এ
তিনগুণ পর্যন্ত টাকা আদায় করছে ব
অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। খোঁজ নি
জানা গেছে, ব্রজমোহন (বিএম) মাধ্যমি
বিদ্যালয়ে ২২শ' থেকে ২৩শ' টাকা, উদয়
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯শ' থেকে ২ হাজা
টাকা, জগদীশ স্বারস্বত মাধ্যমিক বালি
বিদ্যালয় ১৯শ' থেকে ২১শ' টাকা, আছম
আলী খান (একে) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২ হা

মেতেছে : পৃষ্ঠা ৯ : কলাম ৫

## মেতেছে : বিদ্যালয়গুলো

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থেকে ২২শ' টাকা, ব্যাপ্টিস্ট মিশন বালক
বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার থে
২৪শ' টাকা, কাউনিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে
হাজার থেকে ২৩শ' টাকা, মথুরানাথ পাবলি
স্কুলে ২২শ' থেকে ২৫শ' টাকা এবং মানি
মিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৭শ' থেকে ২ হাজা
টাকা আদায় করা হচ্ছে। বরিশাল বোর্ডের অ
স্কুলগুলোও প্রায় একই হারে ফি আদায় করছে
গত বছর এক বিষয়ে ফেল করা পরীক্ষার্থীদে
ফরম পূরণের জন্য বোর্ড ফি সাড়ে ৩শ' টা
নির্ধারণ করা হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আদা
করছে ১ হাজার থেকে ১১শ' টাকা। বেসরকা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ৯
ভাগ সরকারি কোষাগার থেকে দেয়ার পর
কেন এই অতিরিক্ত টাকা নেয়া হচ্ছে তা কার
বোধগম্য হচ্ছে না। বেশক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
প্রধান অতিরিক্ত ফি নেয়ার বিষয়টি অস্বীকা
করে বলেন, অনেক শিক্ষার্থী সারাবছর বেত
দেয় না। তাছাড়া কোচিং ফি'র ব্যাপারটি
রয়েছে। সব মিলিয়ে টাকার পরিমাণ ২ হাজা
থেকে ২৫শ' টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। প্রতিষ্ঠা
প্রধানদের এ বক্তব্য সত্য নয় বলে মথুরানা
পাবলিক স্কুলের এক ছাত্রী জানায়, সরকার দশ
শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া ফ্রি ক
দিয়েছে। অতএব বেতনের কোন প্রশ্নই আ
না। কোচিংয়ের নামে জোর করে টাকা নে
হলেও কোচিং করে না অনেকে। স্কুলগু
অতিরিক্ত টাকা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভা
করে নেয়। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষ
নিয়ন্ত্রক পিয়ারউদ্দিনের কাছে এ ব্যাপা
জানতে চাইলে তিনি বলেন, অতিরিক্ত টা
আদায়ের রসিদসহ কেউ অভিযোগ কর
অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে বোর্ড। কয়েকজ
অভিভাবক এ প্রসঙ্গে বলেন, অতিরিক্ত অ
নেয়ার বিনিময়ে বিদ্যালয়গুলো কোন রসিদ দে
না। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে
ব্যাপারে কেউ ঝামেলায়ও যায় না।